নাটক করার জন্যেই

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

নাটক করার জন্যেই যেন আজ নাটক করা হয়, বড়জোর শিল্পগুণান্বিত চেহারার প্রযোজনা করাই তার উৎকর্ষের মাপকাঠি

বাঙালির থিয়েটার করার ইচ্ছে ইংরেজি থিয়েটার দেখেই। ১৭৭৯ সাল থেকে কলকাতায় ইংরেজি থিয়েটার শু হয়েছিল। প্রায় একশ বছর ইংরেজি থিয়েটার চালু ছিল এ শহরে। ইতিমধ্যে হেরেশিম্ লেবেডফ্ নামের একজন শ কলক াতায় ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর -এ দুটো নাটকের বাংলা অনুবাদ স্থানীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় করান। বাংলা থিয়েটারের সেইটেই আনুষ্ঠানিক জন্মলগ্ন। ইংরেজের থিয়েটার দেখে বাঙালির থিয়েটার করার ইচ্ছে ক্রমে যত প্রবলতর হতে লাগল ততই থিয়েটার করার দল তৈরি হতে লাগল। নাট্যকার তৈরি হতে শু হল বাংলায় নাটক লেখার জন্যে। প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক লেখা হল কুলীন কুলসর্বস্ব--লিখলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। বিত্তবান মানুষরা তাঁদের বাড়িতে থিয়েটার গড়তে লাগলেন-- যেমন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে হিন্দু থিয়েটার, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, প াইকপাড়ার রাজাদের থিয়েটার, জোড়াসাঁকোর থিয়েটার ইত্যাদি। এসব শু হয়েছিল ১৮৩০ সাল নাগাদ। এই থিয়েট ারের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ফসল বোধহয় কবি মাইকেল মধুসূদনের নাট্যকারে পরিণত হওয়া। মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গেই এলেন দীনবন্ধু মিত্র।

ইংরেজের কাছ থেকে থিয়েটার করা শিখলে কি হবে বাঙালির থিয়েটার কিন্তু প্রধানত ইংরেজ শাসন-শোষণ-নিপীড়নের বিদ্ধেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে লেগে গেল প্রথম থেকেই। প্রথম থেকে বলতে বাগবাজারের শৌখিন নাট্যসম্প্রদায় যেদিন থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে টিকিট বিক্রি করে পাকাপাকি পেশাদার রঙ্গালয়ের গোড়াপত্তন করল সেদিন থেকেই। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর যে নাটক দিয়ে বাঙালির নাট্যচর্চার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটল সেটা নীলদর্পণ।

প্রথম কয়েকটা দিন এই পেশাদার রঙ্গালয় থেকে দূরে থাকলেও তারপর একনাগাড়ে চল্লিশ বছর বাংলা রঙ্গালয়ের যিনি হাল ধরেছিলেন তিনি গিরিশচন্দ্র। অভিনেতা ও শিক্ষাগু হিসেবেই শুধু তিনি অসাধারণ ছিলেন না, তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা যে অজস্র নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তার মূল প্রেরণাই ছিল দেশপ্রেম। ইংরেজ শোষণ-শাসনের বিদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর মতই দেশের মানুষের প্রতি, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি গভীর মমতার থেকে উদ্ভূত। মাইকেলের মেঘনাদ যখন গিরিশ লেখনী আশ্রয় করে বাংলা থিয়েটারে এল তখন লঙ্কা আক্রমণকারী রাম যে অ াগ্রাসী ইংরেজের প্রতিভূ তা বুঝে নিতে দর্শকের অসুবিধে হয়নি। সিরাজ মিরকাশিমই শুধু নয়, পৌরাণিক প্রবীরের দেশপ্রেমও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিবাদ হিসেবেই দর্শক বুঝেছিল। মাইকেল, গিরিশ, দীনবন্ধুর নাটকে নরনারীর সম্পর্কের যে তীব্র সত্য উন্মোচন তাও যেমন ইংরেজের আমদানি করা, ভিক্টোরিয়ান পিউরিটানিজম্ এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেতে অবস্থিত ছিল, তেমনি বলিদান প্রফুল্ল-র সমাজচিত্রে ইংরেজসৃষ্ট বেনিয়া মূল্যবোধের প্রবল প্রতিবাদ ছিল।

নিজের দেশের শিল্প বিপ্লবের স্বার্থে ইংরেজ ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যকে ধবংস করে দেয়---ভারতবাসীর উদ্যোগ দ্ধ করে কোটি কোটি মানুষকে কৃষিনির্ভর করে দিয়ে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের পথে ঠেলে দিয়েছিল। বিলেতের কলকারখানায় উৎপ াদনের জন্যে কাঁচামালের সরবরাহকারী ও উৎপন্ন বিলেতি পণ্যের বিক্রির বাজার হিসেবে ভারতবর্ষকে তৈরি করার জন্যেই এর দরকার ছিল তাদের। এই করতে গিয়ে ইংরেজ ভারতবর্ষের সমাজকে ভেঙে চুরমার করেছে, ভারতবাসীর স্ব

াতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদার বোধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। গিরিশ, দীনবন্ধু, মাইকেলের থিয়েটার তারই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল, লুপ্তপ্রায় আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছিল।

দেশপ্রেম স্বাদেশিকতার বোধে উদ্বুদ্ধ কলকাতার থিয়েটারের এই ঐতিহ্য নানান উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে শিশির যুগ অবধি প্রবাহিত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটক কিংবা শিশিরকুমারের অভিনয়ের মর্মবস্তু এই ঐতিহ্যেই পরিপুষ্ট ছিল। এমনকি ১৯৪৭-এর পরে বামপন্থী গণমুক্তির চেতনা যখন দেশবাসীর মনকে মথিত করেছে, তার তরঙ্গ নবান্ন ছেঁড়াতারের মধ্যে দিয়ে বাংলা থিয়েটারে এসে পৌঁছেছে এবং মুক্তির লক্ষণবস্তু বহুদিন অবধি বাংলা নাট্যাভিনয়কে সজীব রাখার কাজে সক্রিয় থেকেছে।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ প্রেমপ্রীতি ঘরসংসারের থেকে বড় কোনও চৈতন্যের কথা, দেশের বা সমাজের পরিবর্তনের চিন্তা, শোষণমুক্তির কামনার তাৎপর্যপূর্ণ আত্মপ্রকাশ বাংলা রঙ্গালয়ে বোধহয় শেষ দেখা গেছে মিনার্ভা থিয়েটারে অঙ্গার, কল্লোল, তিতাস একটি নদীর নাম, ফেরারী ফৌজ, মানুষের অধিকারে ইত্যাদি প্রযোজনাগুলির মধ্যে।

এর আগেই অবশ্য বাংলা থিয়েটারের স্রোতপথ দুটো ভিন্ন খাতে বিভক্ত হয়ে গেছে। ইংরেজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেশের শতকরা আশিভাগ লোক এবং উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি বাকি বিশভাগের মধ্যে যে দুস্তর দূরত্ব তৈরী করে দিয়েছিল, সংস্কৃতির প্রবাহের মধ্যে বিনোদনের উপায়গুলির মধ্যেও সেই ভিন্ন ধারার বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাধারণ রঙ্গালয় ও গ্রুপ থিয়েটারের বিভাজনের মধ্যেও সেই বিভাজনের ছায়া অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com